



সময়ের প্রতিবাদী ছড়া
দেওয়ান আবদুল বাসেত

প্রকাশক :

ফিকরা বাসেত বৈশাখী

প্রথম প্রকাশঃ

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ।

জুলাই ২০০৫ইং

ইন্টারনেট সংস্করণঃ

জুলাই ২০০৫

আষাঢ় ১৪১২বাঙলা

সংশোধিত সংস্করণঃ

জুলাই ২০০৬ইং / নভেম্বর '০৬

আষাঢ় / অগ্রহায়ন ১৪১৩ বাঙলা

গ্রন্থস্বত্বঃ

লেখক

প্রচ্ছদঃ

প্রতিবাদী হাতগুলো

কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজঃ

লুবনা বাসেত বৃষ্টি / জেকরা বাসেত নদী

যোগাযোগঃ

E-mail : marupalash@gmail.com



সত্য ও সুন্দরের নিভীক প্রকাশ

সময়ের প্রতিবাদী ছড়া

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত।

www.marupalash.com

www.geocities.com/rupashee_chandpur

পৃষ্ঠা # ১ / ২০

www.geocities.com/mohona_riyadh

সময়ের প্রতিবাদী ছড়া

উৎসর্গ...

একাত্তরের উন্মাতাল দিনগুলোতে যিনি আমার মতো লাখে মুক্তিযোদ্ধাদের সীমাহীনভাবে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁর বিখ্যাত চরম পত্রের মাধ্যমে। **আমি বিজয় দেখেছি** নামক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থখানির ও যিনি গ্রন্থকার। সদ্য প্রয়াত মুক্তিযুদ্ধের সেই শব্দ সৈনিক, সদাহাস্য আমাদের প্রিয় মুকুল ভাই (এম আর আখতার মুকুল) এবং অকাল প্রয়াত প্রথাবিরোধী ও বহুমাত্রিক লেখক এবং মুক্তিচিন্তার মহানায়ক ড. হুমায়ূন আজাদ এর বিদেহী আত্মার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।দেওয়ান আবদুল বাসেত।

এ গ্রন্থে যে সকল বক্তব্যপ্রধান ছড়াগুলো সংকলিত হয়েছে

কী বলি আর কন্ / রাগতো আমার হবেই / আশা / নব্বুই এর ছড়া / একটু সবুর করেন / আলোকিত মন চাই / নভেম্বরের জেলহত্যা দিবসকে স্মরণ করে / আচ্ছা রে ভাই আচ্ছা / গুচ্ছ ছড়া / চি ছিম ফাঁক / বলতে জানি / নজর / বোকামীর দণ্ড / সব্যসার্চী / ম্যাজিক আয়না / চরমপন্থী / ধানাই পানাই / চুক্তি / জিন্দালাশ / সুন্দরী কবিতারা হচ্ছেই ধর্ষিত / একজন কাপুরুষের গল্প / আমরা সবে প্রতিবাদী / বানভাসি / সাহিত্য নিয়ে / পেশীজোরে কবি / একজন ধূপদীকে

কী বলি আর কন্

(এক চুনোপুটির ভাষণ)

আমি হালায় চুনোপুটি
কী বলি আর কন্,
আপনি হলেন এই শহরের
মস্তবড়ো ডন্!!

টাকা আছে
কড়ি আছে
ডানা কাটা পরী আছে।

ইচ্ছে হলে দিনকে রাত আর
তিলকে করেন তাল্!
হস্তমুঠোয় ধারণ করেন
তিন তিনটে কাল!!

আপনে হালার ইশারাতে
ছুটেবে বহু জন,
কান্দ দেখে ভিরমি তো খায়
অষ্টপ্রহর মন!
কী বলি আর কন্!!

রাগতো আমার হবেই

(অকৃতজ্ঞদের প্রতি)

আমি তো মাস ঘুমিয়ে কাটাই
খাট নয় স্নেহ বিছিয়ে কাটাই
চিমটি দিয়ে ঘুম ভাঙালে
রাগতো আমার হবেই—
কিন্তু গুতা চড় মারলে পরে
বিগড়ে যাওয়া মেজাজখানা
ঠান্ডা হবে তবেই।।

আশা

যখন তখন পদ্য দিয়ে
কখন আবার গদ্য দিয়ে
চলতো তাহার
কাব্য বাহার
তেলেশমাতি খেল,
হায়! জনতার দুঃখে তাহার
বিধতো বুকে ‘শ্যাল’ (?)!

ভাবটা ছিলো তার
তিনিই সবায় করতে পারেন
পুলছেরাতও পার (?)!

করতে পারেন নোবেল বিজয়
এমনি ছিলো আশা,
কিন্তু হালার পাবলিকেরা
ভাঙলো আশার বাসা!!

নব্বুইয়ের ছড়া

তার নাকি সব গোষ্ঠি-গেরা
পীর নাকি সব বীর ছিলো,
তাই বুঝি তার মঞ্চ-ভাষণ
লক্ষ্যভেদী তীর ছিলো!!

খুব বড়ো তার দিল ছিলো
অন্ত কথার মিল ছিলো,
উর্বরা সে করলো যতো
অনাবাদি খিল ছিলো!!

পেঁচক সেদিন বললো ডেকে
পারবে না আর রেখে-ঢেকে
কী জানি কি কাণ্ড দেখে
ক্ষেপলো সবে একে একে!!

হঠাৎ সেদিন দেখতে পেলাম
কী জানি কী ঘটছিলো,
সরল-সিদা পাবলিকেরা
লোকটার উপর চটছিলো-

কিন্তু সেদিন বীরের পোলার
চোখ দুটিতে নীর ছিলো,
পটু পটাপট ভেঙে গেলো
তার যে খাড়া শির ছিলো!!

প্রভু একটু সবুর করুন

(২রা নভেম্বর ২০০৪ইং মঙ্গলবারের দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত কলামিষ্ট জনাব আবদুল মান্নান এর 'ইরানের সাভাক কি এখন বাংলাদেশে?' শিরোনামের লেখাটি পড়ে)

ইরান দেশের সাভাক এখন
র্যাব-কোবরা-চিতা,
ধার-ধারিণা ওরা কভু
কোরান-পুরাণ-গীতা!

ওরা সবাই ওদের প্রভুর
আজ্ঞাবহ দাস,
ক্রস ফায়ারের গোপন কথা
হচ্ছে কেবল ফাঁস!

আমগো যদি গোরু-গাধা
'ব্লাক বেঞ্জল' ভাবেন,
প্রভু একটু সবুর করুন
তার ফলাফল পাবেন।

আলোকিত মন চাই

(যারা আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে)

আলোকিত হয়ে যারা
দেবে অমরাত,
তাদের কী গালি দেবো
পশুদের জাত।
যাহাদের দ্বারা হলো
ইতিহাস ধর্ষিত,
তাহাদের শিরে হোক
বজ্রও বর্ষিত।
আঁধারেই ডুবে আছি
আলোকিত জন চাই,
সে আলোয় টেনে নিতে
আলোকিত মন চাই।

নভেম্বর এর জেল হত্যা দিবসকে স্মরণ করে

নীল হরিণের মাংস খেতে
সাধ জেগেছে মশাই-
ক্ষিপ্ত যাদের পশ্ট গতি
ধরতে তাদের কষ্ট অতি
তাইতো খাঁচার হরিণ বুকে
চাকু ছুরি বসাই,
আমরা জবর কসাই!
আহা আমরা জবর কসাই!!

আচ্ছারে ভাই আচ্ছা

আচ্ছারে ভাই আচ্ছা
ভন্ড গুরুর শিস্য হয়েও
নিজকে বলো সাচ্ছা !?
আচ্ছারে ভাই আচ্ছা।

জনবল ও টাকা কড়ি,
কবিরাজের বাতের বড়ি।
দুর্লভেরা হাতের মুঠোয় !
বলগা হরিণ বাচা
আচ্ছারে ভাই আচ্ছা।

তেল লাগাতে পাক্কা তুমি,
হয়তো দেবে আকাশ চুমি।

তাইতো তুমি নিজকে ভাবো
চেঙ্গিস খাঁর বাচা,
বাদ-বাকীরা মানুষ তো নয়
রাম ছাগলের বাচা
আচ্ছারে ভাই আচ্ছা।

গুচছ ছড়া

(সাহিত্যে ধান্দাবাজদের উদ্দেশ্যে)

মিঠার সঙ্গে মিঠা হবো
বিষ হলে ঠিক বিষ,
ধান্দাবাজের দেখলে ছায়া
হাত করে নিশাপিশ।

বলতে জানি

আমরা কথা বলতে জানি
মিষ্টি মজার লাচ্ছা,
কিংবা মোরা চলতে জানি
কাচ্ছা হরিণ কাচ্ছা;
করলে আঘাত এক্কেবারে
কেউটে সাপের বাচ্ছা
বলছি যাহা 'হান্ডেড পারসেন্ট'
এক্কেবারে সাচ্ছা।

ছিছিম ফাঁক

(জাল সার্টিফিকেটধারীদের দৌরায়ে দেশের উচ্চ আদালত থেকে শুরু করে এই বিভূই প্রবাসেও আমরা তাস্ত- বিরস্ত। তাদের ও তাদের মোসাহেবদের)

লাজ নেই তাই নিলাজ মিয়া
বলছে কেবল ঝুট,
তার গুল্লুজী বিদ্যেমাপে
লম্বা বারো ফুট !?

কিন্তু ছিছিম ফাঁক-
দিগম্বর আই গুল্লুজীকে
দেখতে সবায় ডাক!

সে নাকি খায় দুগ্ধকলা
ভুল হলে খায় দু'কান মলা!

সড়ক ধরে চলতে গিয়ে
হারায় কেবল ঝুট,
তার নাকি সব চালান-পুঁজি
হয়েই গেছে লুট।

নজর

কোন নজরে চাও
আবার কোন সুরে গান গাও,
আমরা অহন বুইঝ্যা গেছি
হগল কথার ভাও।।

বোকামীর দন্ড

মন্ড মিঠাই মন্ড
লাল জিলাপীর খন্ড
মিঠাই মেখে বললে কথা
বুঝবে হালায় ভন্ড।
এদের কথায় পা বাড়ালে
পন্ড সকল পন্ড
হায় বোকামীর দন্ড!!

সব্যসাচী গুরু

(আমার এই তিরিষ্ক মেজাজের ছড়াগুলো মৌসুমী যে সকল লেখক বন্ধুদের গাত্রদাহের সৃষ্টি করে, ঠিক তারাই আমাকে বিভিন্নভাবে কোনঠাসা করায় সদা তৎপর। অথচ বার বার নিজেরাই কোনঠাসা হয়ে যাচ্ছেন। ইহাই প্রকৃতির শিক্ষা।

তিনি নরম-গরম লেখেন
ঠান্ডা-শীতল চরম লেখেন
সভ্য লেখেন
ভব্য লেখেন
এক ফাঁকে অসভ্য লেখেন!

ইতিকথার কালটি লেখেন
বেশ্যা-মাগীর হালটি লেখেন
হাংকি লেখেন
পাংকি লেখেন
ডাংকি এবং মাংকি লেখেন !

তাতেই খেতাব পেয়ে গেলেন
সব্যসাচী গুরু !?
আমরা যারা র্নাক্বেঞ্জাল
বাদ্য করি শুরু!।

ম্যাজিক আয়না

(সম্পাদক হওয়ার খায়েশে প্রায় দেড় দশক আগে জর্নৈক লেখক বন্ধু 'আয়না' নামে একটি সাহিত্যপত্র প্রকাশ করতে মাঠে নেমেছিলেন। পত্রিকান্তরে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। তবে তার সে খায়েশ আজও পূরণ হয়নি।)

জেদ ধরেছে নায়না
নিজকে হিরু গড়তে এবার কিনবে ম্যাজিক আয়না।
আয়নাটি তার দেখতে সবে ছুটবে তাহার কাছে
আয়নাতে মুখ দেখতে কেহ ঘুরবে পাছে পাছে।

কেউ লাগাবে তেল
তেলে আবার ঘাটতি হলে মারবে বুকে শেল!

অহংবোধে স্বপ্ন নিয়ে নামলো কাজে যেই-
কপূরের ওই স্বপ্ন তাহার উড়ছে অজান্তেই।
সম্ভাবনার দ্বার
আর খেলেনা আর
নায়না নিজেই আয়নাটিকে ভাঙছে বারংবার !?

চরমপছী

সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো
ছড়ায় বিষের উক্তিগুলো
মধ্যযুগী প্রেমিক যারা লাফায় তাদের কথায়
ধর্ম নিয়ে ডিগবাজী খায়
বিশ্বে যথায়-তথায়।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতিটা সকল দেশেই গরম
নেইকো এদের শরম
ধর্ম এদের ব্যবসা এরা চরমপছী চরম !?

ধানাই-পানাই

(ঢাকা এয়ারপোর্টে প্রজাতন্ত্রী কর্মচারীরা প্রবাসীদের সঙ্গে 'মিছ-বিহাব' এবং তাদের লুটপাটের মানসিকতা দেখে)

আমরা যারা প্রবাসীরা
রিয়াল-ডলার কামাই,
খাচ্ছে লুটে এয়ারপোর্টে
ইয়াংকীদের জামাই!

আমরা যাদের পুঁষি
করছি তাদের খুঁশি।

রক্ত-ঘামের ফসল দিয়ে
জীবন যাদের বানাই,
তবু তারা করছে দেখো
যত্তো ধানাই-পানাই।।

ছুঁক্তি

(সম্ভ্রাস বিষয়ক পংক্তিমালা)

(আমাদের দেশের গড়-ফাদাররা যেভাবে আমাদের যুবসমাজকে প্রলোভনে ফেলে সম্ভ্রাসী বানিয়ে তুলে। তার একটি ছোট্ট খন্ডচিত্র আঁকার চেষ্টা করেছি।)

বেকার থেকে মুক্তি দেবো
ঠিকাদারীর ছুঁক্তি দেবো।
কামও দেবো দামও দেবো
নিত্য-নতুন নামও দেবো!

কর্ম হবে নারী পাচার
যেমনি বানাও আমের আচার!?
আরও আছে 'ডাইল' এর ব্যাপার
খুন-খারাবি 'ট্রিগার' টেপার!

তাইতো তোমায় অস্ত্র দেবো
টাটকা নোটও বস্ত্র দেবো
নারি দেবো
গাড়ি দেবো
গুলশানেতে বাড়ি দেবো!

চাইলে সোলার পাওয়ার দেবো
ইস্কাটনের টাওয়ার দেবো
ড্রাগের কেস এ আটকে গেলে
যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার দেবো।

গেনেড দেবো, ছুরি দেবো
বুলেট শতকুড়ি দেবো
পুলিশ দেবো
ফাঁড়ি দেবো
হুইসকি এবং তারি দেবো!

তোমার নায়ে পালও দেবো
সাগর-নদী-খালও দেবো

তিলও দেবো
তালও দেবো
বেনারশের শালও দেবো।

জীবন চলার ছন্দ দেবো
বায়ু মৃদু মন্দ দেবো
নিত্য নতুন ফুল পরীতে
মিষ্টি সদানন্দ দেবো!

কংশ রাজের বংশ দেবো
মাতব্বরীর অংশ দেবো
বাঁচলে সেরা 'কেতাব' দেবো
মরলে 'শহীদ' খেতাব দেবো!

নামটি আমার বলতে মানা
পড়লে ধরা পুলিশ-থানা
চোখের ঠারে চলবে শুধু
যেমনি চলে নতুন বধু!

শিল্প আছে বড় বড়
চুক্তি আমার এমন তরো
কামটা করো
দামটা ধরো
বেকার থেকে নইলে মরো!!

সাহিত্য নিয়ে

(সাহিত্যে ধাম্বাবাজী)

বলতো সবাই সাহিত্যকে
সুন্দরী, অনুপম;
পাহাড় সম মানও ছিলো
মিথোর ও ছিলো যম!!

হালে ওকে নিয়ে চলে
রকমারি ধান্দা!
বুঝি না এর কিছু আমি
অসহায় বান্দা।

পেশীজোরে কবি

(পেশীজোরে যারা কবি হতে চায়)

শব্দের জাল বোনা
লেখকের কাজ,
আপন ভুবনে তাঁরা
রাজ-মহারাজ।

মেধা আর মনণ
মাত্রার গণন।

ওরা চায় ভালোবাসা
ফুল, পাখি, ভোর,
যার মহাসম্পদ
কলমের জোর।
এটা গেলে ফুড়িয়ে
যাবে সবই গুড়িয়ে!
বেড়ে যাবে গলাবাজি
নেই তাতে খুঁত
খই যেন ফুটে মুখে
শালা-বাইনচোত!!
এরা কেউ হয়ে যায় সিঁধ কাটা চোর
সমাজের দাদা কেউ দিয়ে পেশী জোর!

জিন্দালাশ

(সম্পাদক, সাংবাদিক হুমায়ূন কবির বালু, মানিক সাহা সহ যে সকল কলম-যোদ্ধারা সন্ত্রাসের শিকার তাঁদেরকে উৎসর্গ)

দেশটি জুড়ে সৃষ্টি করে
ভয়-ভীতি আর ত্রাস,
রুখতে এদের চর্চা শুরু
ক্রস্ ফায়ারের চাষ!!

নিয়ন্ত্রণের বাইরে আজো
দুর্গীতি, সন্ত্রাস!?
জিন্দালাশের মতোই মোদের
এই সমাজে বাস।

কাফন কাপড় সাথে
দিনে এবং রাতে !!

মরবো কখন এ কথাটি
কেউ জানি না কেউ
আমরা কী আর দেখবো কভু
শান্ত নদীর ঢেউ ?

সুন্দরী কবিতারা হচ্ছেই ধর্ষিত!

(আমার চারপাশে ধর্ষিতা সুন্দরী কবিতাদের নিদারুণ হাহাকার শুনি)

সুন্দরী কবিতারা
অ-কবির ঘরে,
কয়েদীর পোশাকে ভুগে কালা জুরে!

মাত্রা যারা জানে না
শব্দ চয়ন মানে না
বর্ণমালারা তাই
এদের হাতে নটী - বাই!

কবিতার মুখে তাই
উগ্র 'মেক্ আপ'!
ফুটে তাতে পষ্ট বেশ্যার ভাব!

নির্মেষ আকাশে
নদী ছোঁয়া বাতাসে
নকশী আঁকা কলশী তবু
কবিতারা ফ্যাকাসে!

নেই নেই মেঘ তবু
শ্রাবণ যে বর্ষিত,
সুন্দরী কবিতারা হচ্ছেই ধর্ষিত!

আগুন ঝরা ফাগুনে
কৃষ্ণচূড়ার আগুনে
শপথ এবার রুখবো ওদের
ভাঙবো কলম - দাঁত,
কবিতার ওই বেপারীদের
করতে হবে নিপাত।

* **ধর্ষিতা কবিতা** শিরোনামে আমার এ ছড়াটি বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিনে এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিকেও প্রকাশিত হলে রিয়াদের বিশিষ্ট রসিকজন, যার মুখ থেকে ঝরে পড়ে যেন কুমিলার রসমালাই! সেই বিরল ব্যক্তিত্ব ড. আরিফুর রহমান আমাকে ফোনে অত্যন্ত আবেগঘন কণ্ঠে বলেছিলেন, এবং সে কথা বাংরেজীতে ছন্দে লিখে আমাকে ই-মেইল করেছিলেন আর তা হলো- 'সুন্দরী কবিতা ধর্ষকদের শরীয়া আইনে বিচার হওয়া উচিত'। সে ড. আরিফকে ধন্যবাদ দিচ্ছি তার মতামতের জন্যে। -ছড়াকার

একজন কাপুরুষের গল্প

(রিয়াদে বাংলা স্কুলের পঞ্চদশ ক্রমিকটির স্বযোজিত প্রাক্তন চেয়ারম্যান-মে'০৫)

ইনসারফ নাকি দেবেন সবাই
অন্যায়কে করবে জবাই
করবে সবাই পাক-সারফ,
এমন কথায় যাত্রা শুরু
চাইলো হতে কাব্যগুরু
ভেতর ভেতর চলছে শুধু
পুকুর চুরির বিশ্বপাপ!!

অবশেষে ফাঁস হলো
গার্ডিয়ান সব বাঁশ হলো!
খন্দকার তাই অন্ধকারে
পালিয়েছে মাস হলো!?

তিনিই রসিক, ছন্দকার
গাঁও-গেরামের খন্দকার
স্কুলটিকে দিয়ে গেছে
নিকম কালো অন্ধকার!

বানভাসি ২০০৪

কাঁচা পাকা ঘর-বাড়ি ডুবে গেছে শস্য,
বাঙালির ভাগ্য কী শুধু ছাই ভস্ম?!
কৃষকের পেটে লাথি মুছে গেছে হর্ষ।
বড়'পার ঘরে চলে শূভ নববর্ষ!

বানভাসি মানুষেরা চালে বসে কাঁদছে
উঁচু মাচা পেতে কেউ খিঁচুড়ি ও রাঁধছে।

গোয়ালের গোরু-ছাগ, ভেসে গেছে টুম-টাম
মানুষেরা ডাকে গড়-আল্লাহ ও হরি নাম।
বানভাসি মানুষেরা আহাজারি করছে
ঘরে পোষা পশুরাও পানি খেয়ে মরছে।

বন্যায় নিয়ে এলো হেপাটাইটিশ
ডেঙ্গু ও ডায়রিয়া, সর্পের বিষ!!

শতকাল ধরে কেউ এতোজল দেখিনি
ইতিহাসবেত্তারা তাই কিছু লেখিনি
বিশ্বের দেশে দেশে হলো জানাজানি,
বাংলাতে মাটি নেই, পানি শুধু পানি।

সুবিধার পান খেয়ে খুশ্বু ও জর্দায়
খিদে-জ্বলা লাখে হাত রঙিন পর্দায়

রাত-দিন ঝরে চলে বৃষ্টির জল
বন্যাও ফুঁসে-ফেপে করে ছল ছল!
সাগরের পেটে চলে যত লম্বু চাপ্
হর-সালে বাঙালির এ কোন্ অভিশাপ?!

প্রতিটা বছর কেন দেশ ডুবে বন্যায়

চলো খুঁজে বের করি অনিয়ম, অন্যায়।

দেশটার আশি ভাগ বানে করে খেলা
রাফুসি গিলে ফেলে জেলা-উপজেলা!
দাফন করবে কিসে নেই মাটি, বাঁশ
ভেলা আর পাতিলে ভাসে মৃত লাশ!

টিভি পর্দায় দেখি দেশটা কী ফ্যাকাশে,
অসহায় মানুষেরা চেয়ে থাকে আকাশে!!

বন্যা ও মহামারী, যুদ্ধ ও বাড়
মুখোমুখী হতে হতে ভেঙে গেছে ডর!
লড়াকু এ বাঙালির সাহসের শেষ নেই
ভেসে গেলে সব তবু বেদনার লেশ নেই!!

০৩ আগস্ট ২০০৪ইং

আমরা সবে প্রতিবাদী

বোম ফাঁটালো কারা?
ছায়ানটের বর্ষবরণ
বটের মুলে যাদের মরণ
কিস্ত ওরা কারা?

আমরা জানি কারা
কর্তা নাকি কর্ম-করণ
দেখতে কেমন পোশাক-গড়ন
বাঙলা এবং বাঙালিদের
ঘৃনা করে যারা।

বর্ষ শুরু মাস
রক্তে আমার দ্রোহের আগুন
ধরতে ওদের সবাই জাগুন
আমরা সবাই প্রতিবাদী
চাইবো ওদের লাশ।

ওরে আমার পাগলা বাউল
কালবোশেখী ঝড়....
সপ্ত আকাশ নিয়ে তাদের
উপর ভেজো পড়।

একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ধ্রুপদীকে

(তিনি একজন দ্বিপদী জলজ্যাক্ত মানুষ। তবুও নিজেকে ধ্রুপদী ভাবতেই ভালোবাসেন। এই একটি শব্দই তিনি বুকের গভীরে মমতার সঙ্গে লালন করেন। তার গুনের শেষ নেই। তিনি একজন ধ্রুপদী সুরকার, ধ্রুপদী কথাসিল্পী, ধ্রুপদী প্রাবন্ধিক এবং দুর্দান্ত একজন ডাকসাইটে ধ্রুপদী বক্তা। এমনকি ধ্রুপদী সমাজ গবেষকও বটে?! তার বেলায় আজ ধ্রুপদী শব্দটি আমি ইচ্ছে করেই সর্বত্র ব্যবহার করলাম। কেননা এ ভদ্রলোক শুনেনা এই মরুভূমিতে এ শব্দটি যত্রতত্র ব্যবহার করে এর আভিধানিক অর্থটাকেই কিছুতর্কিমাকার বানিয়ে ছেড়েছেন। অথচ অতীব সুন্দর ও ভালো গুনাবলীর এই লোকটার শুধুমাত্র ধান্দাবাজীর তোড়ে সব ভালোরা তার কাছ থেকে পাতত্যাড়ি গুটিয়েছে। তাই তিনি আজকাল ডাল-পত্র-পল্লবহীন এক নেংটাবৃক্ষ। যেখানে পাখিরা আসে না সকালের ভৈরবী এবং সন্ধ্যায় পূরবীর সুরে গাইতে। আমাদের কোন ছড়াকারই ছড়া লিখতে গিয়ে কোন ভূমিকা লেখেননি। সম্ভবতঃ আমিই প্রথম লিখলাম।)

ধ্রুপদীকে

তুমি নাকি আকাশ হালায়
আমি শুধুই পাতাল,
ধান্দাবাজে ব্যস্ত তুমি
সন্ধ্য-সকাল মাতাল।

জটিল যতো শব্দ-সুরে
তুমিই হালায় পাকা,
আমি হালায় গোবর-গনেশ
কৃষ্ণ-হরি ডাকা।

আঁচল তলে বিনোদনের
সুযোগ তুমি খোঁজো
লুটতে মাল ও ফন্দি ফিকির
তুমিই ভালো বোঝো।

তাইতো হালায় নিজকে ভাবে
কংশরাজের বংশ,
বাদ-বাকীদের ভাবতে থাকো
আহাম্মকের অংশ!?
বলবো দাদা ঠিক ভেবেছো
তুমিই হালায় সাচ্চা।
এই সমাজে তোমরা হালায়
সংখ্যাগুরুর বাচ্চা।

(০৫ জানুয়ারী ২০০৫ইং)

সমাপ্ত